৮।

তারিখ 30 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক
ইনকিলাব

বিনামূল্যে বই বিতরণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু হচ্ছে ১ জানুয়ারী থেকে। ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ইতিমধ্যে ৬ কোটি ১৭ লাখ ৭৩ হাজার নতুন বই মুদ্রণ এবং জেলা সদরসমূহে প্রেরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, খবরে এ-ও বলা হয়েছে যে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে দেশের সব ক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছে নতুন বই। প্রায় ৫৮ হাজার সরকারী ও বেসরকারী রেজিস্টার্ড স্কুলের আনুমানিক ১-কোটি ৭০ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে এই বই যাতে যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ সম্পন্ন করা হয় সেজন্য জেলা ও থানা শিক্ষা কমিটিকেও পূর্বাহ্ণেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে যে, বই বিতরণকালে দুই-তৃতীয়াংশ নতুন এবং এক-তৃতীয়াংশ পুরনো বই দেয়া হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যের বই বিতরণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের অনিয়ম ও বিশৃংখলা লক্ষ্য করা গেছে। এমনও দেখা গেছে যে, বিনামূল্যে বিতরণের বই বইয়ের দোকানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। অতীতে প্রকাশিত খবরাখবরে এ প্রসঙ্গে আরো যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে বিনামূল্যে বিতরণের বই নিয়ে যে একশ্রেণীর লোক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল—এটাও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। বই বিতরণের সাথে জড়িত শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের একাংশ এবং বিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকের অপতৎপরতাও এজন্য কম দায়ী এমন মনে করা যায় না। কেননা, ছাত্রছাত্রীর ভুয়া তালিকা দেখিয়ে অতিরিক্ত সেট বই সংগ্রহ করা কিংবা বিনামূল্যের বইয়ের বিনিময়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায়ের মতো ঘটনাও যে ঘটেনি তা বলা যাবে না। আর এসবের কারণেই প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনামূল্যে বিতরণের বই যথাসময়ে বিতরণ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেট বিদ্যালয়ে না পৌঁছানোর মতো অনিয়ম ঘটেছে। সর্বোপরি, বিনামূল্যে বিতরণের বই বইয়ের দোকানে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। অতীতে আরো একটি ব্যাপারের কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। নতুন বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেবার জন্য যেসব পুরনো বই সংগৃহীত হয়েছে—সেসব এতোই জীর্ণ যে, ছাত্রছাত্রীদের পাঠযোগ্য নয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিশু এবং শিশুদের আকর্ষণ নতুন বইয়ের প্রতি যতটা পুরনো বইয়ের প্রতি ততটা নয়। এটা অস্বাভাবিক নয়। কাজেই, বিতরণের ক্ষেত্রে পুরনো বই বর্জন করার বিষয়টিও ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখতে হবে বলে আমরা মনে করি। এবার বই বিতরণ যাতে যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য সংশ্লিষ্টদের পূর্বাহ্ণেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ধরনের নির্দেশ অতীতেও যে দেয়া হয়নি তা বলা যাবে না। কিন্তু, তারপর বিনামূল্যে বিতরণের বই নিয়ে অনিয়ম হয়েছে, বই বিতরণে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোপরি দুর্নীতি হয়েছে। কাজেই, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনামূল্যে বই বিতরণের সকল পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারী থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত বই বিতরণের সাথে জড়িত শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা, শিক্ষক—সকলকেই আরো নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সরকার যে বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করছেন—তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। দেশের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করা এবং সেজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী তো বটেই এবং এমনকি, অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ যোগানোর একটি উদ্যোগ বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ। এই উদ্যোগ যত সফল হবে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ড্রপআউট ততই কমে আসবে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মতই সহায়ক কর্মসূচী এই বিনামূল্যে বই বিতরণ। এই বিষয়গুলো সর্বাবস্থায় স্মরণে রাখলে কারো দ্বারাই এ ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির জন্মদান সম্ভব নয়।